
TEN ROOMS OF THE MIND
INSTINCT
Direction

Gillette প্রবৃত্তি

দিক

মনের দশ ঘর

একটা বাড়ি আছে, যেখানে আমরা প্রত্যেকে বাস করি, অথচ কেউ কখনও তা বেছে নিইনি।

তার কোনো ঠিকানা নেই। কোনো মানচিত্রে তাকে পাওয়া যায় না। তবু সত্যিই যেসব জায়গায় থেকেছি, তার যেকোনোটার চেয়ে তাকে আমরা ঢের ভালো চিনি। ভেতরে দশটা দরজা।

কোনো কোনোটা আমরা রোজ খুলি, টেরও পাই না।

অন্যগুলো তালাবন্ধ রাখি, ভান করি যেন ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই।

আর আছে এমন কিছু ঘর, যা আমরা নিজেরা গড়িনি, তবু কীভাবে যেন নিজেদের ভেতরে বয়ে বেড়াই। এটা কোনো তত্ত্ব নয়।

তাকের ওপর ধুলো জমতে থাকা মনোবিজ্ঞানের কোনো নির্দেশিকা নয়।

এ এমন এক মানুষের বিবরণ, যে এই দশ ঘর একটা একটা করে পেরিয়েছে, প্রায়ই নিজে কোথায় আছে তা না জেনেই; আর আজ, কাঁধে আরও কয়েকটা বছরের ভার নিয়ে, সে ঘরগুলোকে ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করার চেষ্টা করছে, যেভাবে সে তাদের যাপন করেছিল।

দশটা দরজা।

সব কটাই আমি খুলেছি।

কোনোটা কৌতূহলে।

কোনোটা অনিচ্ছায়।

কোনোটা কেবল তখন, যখন ফিরে যাওয়ার আর উপায় ছিল না।

এই ঘরগুলো যদি চেনা চেনা লাগে, তার কারণ এ নয় যে এরা আমার গল্প বলে।

কারণ এই যে, গভীরে কোথাও এরা তোমার গল্পও বলে।

ফের্দিনান্দো

প্রবৃত্তি — দিক

যখনই সেই মুহূর্ত আসত, নিজেকে আবিষ্কার করতাম এক চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে।

মন নিশ্চুপ।

কোনো যুক্তি নেই।

কোনো হিসাব নেই।

কোনো কৌশল নেই।

শুধু শরীর।

বাঁ দিকে সামান্য একটু হেলে পড়া।

যেন একটা পাতা, হাওয়ার পিছু পিছু চলেছে, কোথায় গিয়ে পড়বে না জেনেই।

আমি শিখলাম, প্রবৃত্তি আসে এক প্রাচীন অঞ্চল থেকে।

শব্দের চেয়েও পুরোনো।

যেসব ভয় আমরা বয়ে বেড়াতে শিখেছি, তাদের চেয়েও পুরোনো।

সে আগে থেকেই ছিল।

স্কুলের আগে।

শিক্ষার আগে।

চরিত্রের আগে।

প্রবৃত্তি আমাদের বাড়ির প্রথম বাসিন্দা।

সে-ই ভাড়া মিটিয়ে যায়, এমনকি তখনো, যখন আমরা ভুলে যাই যে সে আছে।

সে কথা বলে না।

দেখিয়ে দেয়।

সে বোঝায় না।

সঙ্গে চলে।

আমার জীবন বদলে দেওয়া সিদ্ধান্তগুলোর অনেকগুলোই জন্মেছিল এভাবে।

প্রমাণ ছাড়া।

নিশ্চয়তা ছাড়া।

সাক্ষী ছাড়া।

একটা অনুভূতি।

আর কিছু নয়।

অথচ পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পাই, ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল।

কারণ প্রবৃত্তি ভবিষ্যৎ জানে না।

সে জানে আমাদের সত্য — সেই সত্য, যার কাছে পৌঁছাতে যুক্তির হয়তো বছরের পর বছর লেগে যায়, অথচ শরীর তা আগেই জানত।

আর যখন আমরা সত্যিই তার কথা শুনি, তখন রাস্তাটা কোথায় গেছে, সে প্রশ্ন করা ছেড়ে দিই।

হাঁটতে শুরু করি।

প্রবৃত্তি যখন ভুল করে, সমস্যা সেটা নয়।

সমস্যা তখন, যখন আমরা ভান করি যে তার কথা কখনও শুনিইনি।

কারণ তখন আমরা নিজের দায় বইবার জন্য অন্য কাউকে খুঁজতে শুরু করি।

মা কিংবা বাবা।

একজন শিক্ষক।

একজন বস।

একটা সরকার।

একটা নিয়তি।

যা আগে থেকেই জানি, তা শুনতে যদি অস্বীকার করি, তবে দোষ চাপানোর মতো কাউকে না কাউকে সবসময়ই পেয়ে যাব।

এই হল মানবজাতি।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেয়ে নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতেই প্রায় সবসময় রাজি।

ফের্দিনান্দো